১৪ নভেম্বর ২০১৯

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-কে রাজউক-এর ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা এবং কার্যালয় ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ: আসক এর গভীর উদ্বেগ

আজ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ বেলা ১২টার দিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর লালমাটিয়াস্থ কার্যালয়ের ভবন মালিকের রাজউকের নকশা বহির্ভূত গ্যারেজের অংশবিশেষে অভিযান পরিচালনা করেন রাজউক এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান পরিচালনাকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জেসমিন আক্তার, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কার্যালয়ে আসেন। এ সময় তিনি আসক কেন আবাসিক এলাকায় অফিস পরিচালনা করছে তা জানতে চান। এ সময় আসক এর পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয় এবং অবহিত করা হয়, ভবনের ভাড়াটিয়া হিসেবে চুক্তি অনুযায়ী সকল শর্ত মেনেই অফিস পরিচালনা করা হচ্ছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে আরও জানানো হয় যে, আসক একটি সেবামূলক, অলাভজনক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এবং আসক কোনো ধরনের আর্থিক কিংবা ব্যবসায়িক কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে না। আসক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সহজগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য লালমাটিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন অফিস পরিচালনা করে আসছে। উল্লেখ্য, লালমাটিয়া এলাকায় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রয়েছে।

তথাপিও রাজউকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ এর ৩(ক) ধারা মতে আসক-কে আগামী দুই মাসের মধ্যে কার্যালয় ছেড়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের নির্দেশ দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আসক এর পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিকট আইনটি এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর জন্য প্রযোজ্য নয় বলে অবহিত করা সত্ত্বেও তিনি বিষয়টি আমলে না নিয়ে জরিমানা বহাল রাখেন এবং জরিমানা ও স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর আদায় করেন। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিকট এই আদেশের কপি আসককে প্রদানের অনুরোধ করলে তিনি প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। এমনকি আসক এর পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আবেদন জানানোর পরেও তিনি আসককে আদেশের কপি প্রদান করেন নাই। আসক মনে করে এই ধরনের অভিযান একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। যেহেতু আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের সকল নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেখানে রাজউকের ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ ধরনের আচরণ আমাদের মত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সংকুচিত করে তুলবে বলে আমরা আশংকা করছি।

আসক একটি মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা কেন্দ্র
Ain o Salish Kendra (ASK) is a human rights and legal aid resource centre in consultative status with UNECOSOC
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh, P.O. Box: 3252, Tel: +88-02-8100192, 8100195, 8100197, Fax: +88-02-8100187
Email: ask@citechco.net, Website: www.askbd.org